তারুণ্য সবখানে সর্বকালেই সৃষ্টিশীল ও আবেগবিহ্বল। তার জানার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, আর যুক্ত হওয়ার সদিচ্ছা সুন্দর। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দিকনির্দেশনা তাকে দেয় শক্তি ও সাহস। তারুণ্যনির্ভর এ নিয়মিত আয়োজনে থাকছে তারই কিছু আলোকপাত...

ইন্টারভিউ বোর্ডের আদবকেতা

● নুসরাত জাহান

বর্তমান সময়ে চাকরি যেন সোনার হরিণ! অনেকে গ্র্যাজুয়েশন তো বটেই, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেও চাকরির পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছেন। আবার অনেকে চাকরির জন্য লিখিত পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত তো হন, কিন্তু এরপর ভাইভা বা ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বাদ পড়ে যান। সফলতার প্রথম ধাপই হলো ইন্টারভিউ। এক কথায় বলতে গেলে কর্মজীবনের প্রথম সিঁড়ি এটি। চাকরিক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের অন্যতম এবং প্রথম স্থান হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ড। সেখান থেকেই প্রার্থীকে নানাভাবে পরখ করা শুরু হয়। আপনি যে পেশার জন্যই ইন্টারভিউ দিতে যান না কেন, সেই পেশার জন্য আপনি কতখানি উপযুক্ত তা যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত থাকবেন। তাই ইন্টারভিউ বোর্ডে হতে হবে সাবলীল।

চাকরির বাজার নাকি ভীষণ খারাপ : বর্তমানে এ কথাটি প্রচলিত খুব। চাকরির বাজার যেমনই হোক না কেন, অনেকে নিজের কারণেই চাকরি পাওয়ার আগেই তা খুইয়ে বসেন। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অনেকেই নিজেকে ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেন না। কেউ ভয় পেয়ে যান, কেউবা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাতের জরুরি কাগজগুলোই ফেলে দেন। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, যে প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিতে যাচ্ছেন তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই যাওয়া! ফলে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মাথা চুলকানো ছাড়া আর করার কিছু থাকে না। আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং নেতিবাচক আচরণের কারণেও অনেকে বাদ পড়ে যান। সাধারণত প্রশ্ন করে প্রার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করে পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা পরীক্ষা করাই ইন্টারভিউ বোর্ডের উদ্দেশ্য। তাই সবকিছু সামলে নিজেকে যোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে তবেই না মিলবে চাকরি! রইল ইন্টারভিউ বোর্ডকে মুগ্ধ করে চাকরি পাওয়ার জন্য কিছু টিপস।

থাকুন পরিপাটি : আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী– কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন? তাই একদম পরিপাটি হয়ে তবেই ইন্টারভিউ বোর্ডে যান। চুলের কাট থেকে শুরু করে পায়ের জুতা পর্যন্ত সবকিছুতেই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর রুচির ছাপ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আগের রাতেই সবকিছু গুছিয়ে রাখুন যাতে সকালবেলা কিছু খুঁজে পেতে দেরি হয়ে না যায়। ছেলেদের জন্য 'ফরমাল লুক'ই ভালো। ক্লিন শেভড হয়ে যান, ভালো দেখাবে। আর যদি দাড়ি থেকেই থাকে, তাহলে এমনভাবে যান যাতে আপনার সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক ধারণা না জন্মে। মেয়েরা অলংকার পরতে চাইলে খুব হালকা ধরনের অলংকার পরুন। ছোট কানের দুল, গলায় চেন বা ছোট লকেট। হাতে চুড়ি পরতে চাইলে একটি করে পরুন, যাতে শব্দ না হয়। আর নূপুর না পরাই ভালো। চুলগুলো বেঁধে রাখতে পারেন, খোলা রাখতে চাইলে সামনের চুলগুলো ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখুন।

সচেতন থাকুন পোশাক বাছাইয়ে : মেয়েরা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করুন। খেয়াল রাখবেন পোশাক যেন খুব টাইট বা অশালীন না হয়। পরতে পারেন শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ। আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এমন পোশাকই পরুন। ছেলেরা যদি হালকা রঙের ফর্মাল শার্টের সঙ্গে টাই পরেন, তাহলে খেয়াল রাখবেন সেটির রঙ যেন খুব বেশি উজ্জ্বল না হয়। কালো বা নেভি ব্লু রঙের টাই ইন্টারভিউয়ের জন্য মানানসই। আর হ্যাঁ, সুগন্ধি অবশ্যই ব্যবহার করবেন তবে তা যেন উগ্র গন্ধের না হয়।

হাঁটুন নিঃশব্দে : হাঁটার শব্দ বিরক্তির উদ্রেক করে। শব্দ করে বা মেঝেতে পা ঘষে ঘষে হাঁটবেন না। শব্দ হয় এমন জুতা পরিহার করুন।

অনুমতি নিন : ইন্টারভিউ কক্ষে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়ে তারপর ঢুকুন। ঢুকেই সালাম বা সম্ভাষণ জানান। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে বসতে বলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত না বসাই ভালো। বসার সময় আস্তে বসুন, শব্দ করে চেয়ার টেনে বসবেন না। সবকিছুতে যেন মার্জিত ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ভাষার প্রয়োগ : প্রশ্নকর্তা যে ভাষাতে প্রশ্ন করছেন সে ভাষাতেই উত্তর দিন। আপনাকে বাংলায় প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতেই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবেন। আর যদি আপনি ইংরেজিতে দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে বিনয়ের সঙ্গে বলুন যে, যদি আপনাকে বাংলায় উত্তর দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আপনি আরো গুছিয়ে বলতে পারবেন। বিদেশি কেউ থাকলে যতটা সম্ভব তার প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতেই দিতে চেষ্টা করুন।

আগে শুনুন : অনেকে প্রশ্ন ভালোভাবে না শুনে, না বুঝেই হড়বড় করে উত্তর দেয়া শুরু করে দেন। এটা করবেন না মোটেও। আগে ভালোভাবে শুনুন, বুঝতে চেষ্টা করুন প্রশ্নকর্তা আসলে কী জানতে চেয়েছেন। এরপরে জবাব দিন। যা বলবেন ভেবে বলুন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের মাঝখানে কথা বলবেন না। কয়েকটি প্রশ্ন একসঙ্গে করলে এক এক করে জবাব দিন। কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারলে প্রশ্নবোধকভাবে 'সরি' বলুন। আর যদি কোনো প্রশ্নে কনফিউশন থাকে তাহলে জবাবের শুরুটা এভাবে দিন, 'আমি যদি আপনার প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে আমার উত্তর হলো...'।

মুখভঙ্গি : কোনো প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে অযথা মাথা চুলকানো, নখ কামড়ানো, নাক চুলকানো, তোতলানো বা

মুখে হাত ঘষাঘষি করা থেকে বিরত থাকুন। এমন কোনো মুখভঙ্গি করবেন না যা অশোভন দেখায়।

নিজেকে প্রকাশ করুন : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তারা প্রথমেই নিজের সম্পর্কে বলতে বলেন। এর মাধ্যমে তারা প্রার্থীর বাচনভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পেতে চেষ্টা করেন। তাই নিজেকে প্রকাশ করার ওপর আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি নির্ভর করে। তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের সম্পর্কে বলুন। জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানার চেয়ে আপনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানালে সেটা বেশি কাজে দেবে। তাই আপনি এর আগে কোথায় চাকরি করেছেন, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, আপনি কেন চাকরিটির জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করেন, এসব নিজেই সুন্দর করে উপস্থাপন করুন।

অতিরিক্ত কথা নয় : যতটা আপনার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে ঠিক ততটাই বলুন। বেশি কথা বলা মানেই কিন্তু নিজেকে বেশি যোগ্য প্রমাণ করে ফেলা নয়। অতিরিক্ত কথা বলবেন না। প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

নির্ভুল সিভি ও ছবি সঙ্গে রাখুন : সিভি ও ছবি হয়তো আগেই পাঠিয়েছেন বা জমা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও নির্ভুল একটি সিভি এবং অন্তত দুই কপি রঙিন ছবি সঙ্গে রাখুন। এসব কাগজপত্র রাখার ফাইলটি স্বচ্ছ ও নতুন হলেই ভালো।

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্বধারণা রাখুন : যে প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন সেটা সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে যান। যে পদের জন্য আবেদন করেছেন সেটার কাজ সম্পর্কেও জেনে তারপর যান। এতে প্রশ্নের জবাব দিতে সুবিধা হবে। ওই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থাকলে সেটি এবং চাকরির বিজ্ঞাপনটি ভালোভাবে পড়ুন।

জটিল প্রশ্নে সতর্কতা : নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন, আপনার দুর্বলতা কী, কেন আমরা আপনাকে বেছে নেব, পাঁচ-সাত বছর পরে আপনি নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চান– এরকম কিছু প্রশ্নের উত্তর আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন। এ ধরনের প্রশ্নে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। এগুলোর মাধ্যমে আপনার আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি বা অধ্যবসায় কতটা, সেটাই পরীক্ষা করেন প্রশ্নকর্তারা। এছাড়া বেশ কিছু জটিল প্রশ্ন আসতে পারে। এগুলোর উত্তর দিতে হবে কৌশলে। যেমন প্রশ্ন হতে পারে, কেন আপনি আগের চাকরি ছেড়ে এলেন? ভুলেও ওই প্রতিষ্ঠানের সমস্যার কথা তুলে ধরবেন না। বরং বলতে পারেন আরো ভালো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য আপনি চাকরি বদল করতে চান। আর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি কি ভালো সুযোগ পেলে অন্য কোথাও চলে যাবেন? তাহলে সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' না বলে বলুন, এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার আপনার জন্য। আপনি চেষ্টা করবেন যতদিন সম্ভব এখানে থাকার এবং একটা বড় সময়জুড়ে থাকার। এবং আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে তবেই আপনি অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাববেন, তার আগে নয়।

বিদায়পর্ব : ইন্টারভিউ শেষ হলে হাসিমুখে প্রশ্নকর্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিন। বলুন, তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনার ভালো লেগেছে এবং তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে আপনার ভালো লাগবে। তবে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করবেন না। এরপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে আসুন।

যে কথাগুলো ইন্টারভিউ বোর্ডে ভুলেও বলা যাবে না

একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসে শত শত প্রার্থী। এত মানুষের ভিড়ে যোগ্য লোকটিকে খুঁজে নিতে চাকরিদাতারা নানা চিন্তা-ভাবনা, কৌশল আর বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ইন্টারভিউ বোর্ডে ঠিক সেটারই প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু অনেক প্রার্থী আছেন যারা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই যেন তাদের ভাগ্যে চাকরির শিকে ছিঁড়ছে না। ইন্টারভিউ বোর্ডে নার্ভাসনেস, চিন্তা না করেই উত্তর দেয়া, অতিরিক্ত স্মার্টনেস এবং বোকার মতো কিছু প্রশ্ন চাকরিদাতাদের মনে প্রার্থী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। বেশ কিছু কথা আছে যা ইন্টারভিউ বোর্ডে একেবারেই বলা উচিত নয়, অথচ আমরা বলে ফেলি! জেনে নিন কী সেই কথাগুলো, যা আপনাকে ক্যারিয়ারের দৌড়ে প্রতিনিয়ত পিছিয়ে রাখছে।

দুঃখিত, আমার আসতে একটু দেরি হয় গেল... ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি একটু দেরিও করে ফেলেন, তাহলে এটি নিজে থেকে বলার প্রয়োজন নেই। যদি প্রশ্নকর্তারা জানতে চান তবেই বলুন। নয়তো তারা শুরুতেই এটি নিয়ে ভাববেন। তারা কি চাইবেন প্রথমদিনই অফিসে দেরি করে আসা একজনকে চাকরি দিতে?

আপনাদের বার্ষিক ছুটি বা অসুস্থতার জন্য নির্ধারিত ছুটি কত দিন? ছুটির প্রসঙ্গ ইন্টারভিউ বোর্ডে ভুলেও তুলবেন না। নয়তো তারা ভাবতেই পারেন, যে মানুষটি চাকরিতে যোগ দেয়ার আগেই ছুটিছাটার কথা ভাবছে, সে যে অফিসে বেশিরভাগ সময়েই অনুপস্থিত থাকবে না তার নিশ্চয়তা কী?

আমার একটি জরুরি কল এসেছে, একটু রিসিভ করতে পারি? এই কথা বলছেন তো চাকরি হওয়ার শেষ আশাটুকুও শেষ! ফোন সাইলেন্ট করে ইন্টারভিউ দিতে ঢুকুন। ফোনকল বা এসএমএস কোনোটির ব্যাপারেই ভাবা যাবে না।

আজ থেকে পাঁচ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান? প্রশ্নকর্তারা এ প্রশ্নটি করতেই পারেন। বেশির ভাগ প্রার্থীই উত্তর দেন, এখানেই জব করতে চাই! কিন্তু এটা মোটেও ভালো জবাব নয়, গড়পড়তা মানসিকতার প্রকাশ। এরচেয়ে বলুন, আজ থেকে পাঁচ বছর পর নিজের অর্জিত দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ভালো কোনো অবস্থানে কাজ করতে আগ্রহী।

কেন আগের চাকরি ছেড়েছেন– এই প্রশ্নের জবাবে ভুলেও আগের প্রতিষ্ঠানের বদনাম করতে যাবেন না, তারা যত খারাপই হোক না কেন। এতে চাকরিদাতা ভেবে বসতে পারেন যে, আপনি এই কোম্পানি ছেড়ে দিলে অন্য কোথাও তাদের দুর্নাম করতে পারেন।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আপনাদের ব্যাপারে জেনেছি– এই কথাটি মোটেও ভালো প্রভাব ফেলবে না। চাকরিদাতারা সব সময় চান প্রার্থীরা যেন একটু কষ্ট করে তাদের খুঁজে বের করেন। যদি প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থাকে তাহলে বলুন, আপনাদের ওয়েবসাইটে চোখ রাখি আমি, সেখানে দেখেই আবেদন করেছি চাকরির জন্য।

আমাকে কি ফর্মাল পোশাক পরতেই হবে প্রতিদিন? আপনার এই একটি কথাতেই চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে ৯৯ শতাংশ। কারণ আপনার জন্য চাকরির পরিবেশ কেউ পাল্টাবে না। যে নিয়ম সে নিয়মেই চলতে হবে আপনাকে। ■